ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাংক্রো করোনাভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন। তার কার্যালয় একথা জানিয়েছে। বিবিসি জানায়, ৪২ বছর বয়সী এই প্রেসিডেন্টের দেহে কোভিডের উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে।

সাতদিন তিনি সেলফ-আইসোলেশনে থাকবেন বলে বৃহস্পতিবার সকালে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে এলিসি প্যালেস।

বিবৃতিতে বলা হয়, "আজ প্রেসিডেন্টের দেহে কোভিড-১৯ ধরা পড়েছে। প্রথম লক্ষণ দেখা দেওয়ার পরই তার পরীক্ষা করা হয়।"

তবে প্রেসিডেন্টের স্ত্রীও কোভিড আক্রান্ত কিনা তা বিবৃতিতে জানানো হয়নি। এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ম্যাক্রোঁ এখনও দেশ পরিচালনার দায়িত্বে আছেন এবং দূর থেকেই কাজ চালিয়ে যাবেন।

ম্যাক্রোঁ কোথা থেকে করোনাভাইরাস সংক্রমিত হলেন তা এখনও জানা যায়নি। তবে তার কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, তিনি কার কার সংস্পর্শে ছিলেন সেটি চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের উর্ধ্বগতি ঠেকাতে ফ্রান্স এ সপ্তাহে রাত্রিকালীন কারফিউ জারি করেছে। কারফিউ ভঙ্গ করলে ১৩৫ ইউরো জরিমানা দেওয়ার বিধানও চালু করেছে।

জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবমতে, ফ্রান্সে মহামারীর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে ২০ লাখ মানুষের এবং মারা গেছে ৫১,৪০০ জন।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, করোনাভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার সন্দেহে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীও সেলফ-আইসোলেশনে আছেন। তবে তার কোনও উপসর্গ নেই।

বৃহস্পতিবার সিনেটে সরকারের কোভিড টিকা নীতি পেশ করার কথা প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু তার জায়গায় এখন সে কাজটি করছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

এবছর কেবল ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁই নন, আরও কয়েকজন বিশ্বনেতা করোনাভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। তিনি অক্টোবরে করোনাভাইরাস আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তিনদিন তাকে হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে।

এছাড়া, আরেকজন হচ্ছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। মার্চে প্রথম দফা করোনাভাইরাস মহামারীতেই তিনি আক্রান্ত হন এবং তাকে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) যেতে হয়েছিল।